

আত্মশুদ্ধি

মূল (আরবি) :

আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী 

[মৃত্যু : ৪১২ হিজরি/১০২১ খ্রিষ্টাব্দ]

অনুবাদ :

আবদুল্লাহ আল মাসউদ



মাকতাবাতুল বায়ান
Maktabatul Bayan

বিসয়সূচী

অনুবাদের কথা	৮
লেখকের জীবনী	১২
প্রারম্ভিকা	১৩
কুরআনের আলোকে মনের মন্দপ্রবণতা	১৪
মনের অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা	১৫
কান্নাকাটি করে বেদনামুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা	১৬
সৃষ্টিজীবের কাছে ধর্না দেওয়া	১৬
আমলের তাওফীক থেকে বঞ্চিত হওয়া	১৮
ইবাদাত-বন্দেগিতে অতৃপ্তি	১৯
কুপ্রবৃত্তির বশে আটকা পড়া	২০
সত্যকে অপছন্দ করা	২০
মন্দ ভাবনা-চিন্তাকে অন্তরে প্রশয় দেওয়া	২২
অন্যের দোষ তালাশ করা	২৩
অলসতা ও টিলেমিতে আক্রান্ত হওয়া	২৪
বাহ্যিক অঙ্গসজ্জার প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া	২৪
প্রত্যেক আমলেরই প্রতিদান তলব করা	২৫
ইবাদাতের স্বাদ হারিয়ে ফেলা	২৫
অলসতায় আক্রান্ত হওয়া	২৫
ইলমের মাধ্যমে দুনিয়া তালাশ করা	২৬
অতিকথনে লিপ্ত হওয়া	২৭
সুনাম ও বদনামে সীমাছাড়া হওয়া	২৯
আল্লাহর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হওয়া	৩০

অতিমাত্রায় আকাঙ্ক্ষা করা	৩১
অনর্থক বিষয়ে লিপ্ত হওয়া	৩২
লৌকিকতা প্রদর্শন করা	৩২
লোভ-লালসার শিকার হওয়া	৩৩
ঘরবাড়ি বানানোর নেশা	৩৪
নিজের কাজকে ভালো মনে করা	৩৫
নিজের প্রতি অতিমাত্রায় যত্নশীল হওয়া	৩৫
প্রতিশোধ প্রবণতা	৩৫
অভ্যন্তরীণ দোষত্রুটির ব্যাপারে অক্ষিপ না করা	৩৬
রিষিক নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগা	৩৬
অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়া	৩৭
লোকজনের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করা	৩৮
সর্বদা অতিমাত্রায় আনন্দিত ও খুশি থাকা	৩৯
কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা	৪০
অন্যের সঙ্গ কামনা করা	৪০
নিজের আমলকে ভালো মনে করা	৪১
অন্তরকে মৃত বানিয়ে ফেলা	৪১
নিজেকে নিরাপদ মনে করা	৪২
সংশোধিত হওয়ার ভান ধরা	৪২
আম্মাহর ছাড়কে গুরুত্ব না দেওয়া	৪২
মানুষের দোষত্রুটি বলে বেড়ানো	৪৩
আত্মতুষ্টিতে ভোগা	৪৩
অন্যকে হেয় করা	৪৪
অলসতায় লিপ্ত হওয়া	৪৫
বাহ্যিক তাকওয়া প্রদর্শন করা	৪৫

অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা	৪৫
ক্রোধান্বিত হওয়া	৪৬
মিথ্যা কথা বলা	৪৭
কৃপণতা করা	৪৭
দীর্ঘ আশায় বৃন্দ হয়ে থাকা	৪৮
মিথ্যা প্রশংসা শুনে ধোঁকা খাওয়া	৪৯
লোভের শিকার হওয়া	৪৯
হিংসা পোষণ করা	৫০
অনবরত গুনাহের কাজ করে যাওয়া	৫০
ইবাদাতে মন না বসা	৫১
ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখা	৫২
সত্য-বিমুখ লোকদের সাথে চলাফেরা করা	৫৩
গাফলতিতে আক্রান্ত হওয়া	৫৩
তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে ভুল পথে হাঁটা	৫৪
ইলমের দাবী না মানা	৫৪
দান করে গর্ব করা ও খোঁটা দেওয়া	৫৫
অহেতুক দরিদ্রতা প্রদর্শন করা	৫৬
নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা	৫৬
মনকে সবসময় আনন্দ দেওয়া	৫৬
না-শুকরী করা	৫৭
সবক্ষেত্রে সহজতা তালাশ করা	৫৭
পাপের জন্য অনুতপ্ত না হওয়া	৫৮
কারামতের কারণে ধোঁকায় পতিত হওয়া	৫৯
ধনীদেব প্রতি আকৃষ্ট হওয়া	৫৯
উপসংহার	৬০

অনুবাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। তাঁর পরিবার-পরিজন ও যারা তাঁর অনুসারী, তাদের প্রতি।

ইসলাহুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। মানুষের বাহ্যিক দিকগুলো সংশোধন করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ দিকগুলো সংশোধন করার নির্দেশনা ইসলাম প্রদান করেছে। এর উপরই একজন মানুষের সফলতা নির্ভর করেছে বলেও ঘোষণা করেছে।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

“নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে নফসকে পরিশুদ্ধ করেছে। এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তাকে কলুষিত করেছে”^[১]

এই আয়াতে কারীমা থেকে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব সহজেই অনুমিত হয়। মূলত মানুষের বাহ্যিক আকার-আকৃতির সংশোধনের তুলনায় আত্মিক সংশোধনটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বেশি প্রয়োজনীয়। কারণ আল্লাহ তাআলার কাছে আত্মিক দিকটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। হাদীসে এসেছে,

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা-সুরত ও ধন-সম্পদের প্রতি লক্ষ করেন না। তিনি লক্ষ করেন তোমাদের আমল ও অন্তরের প্রতি”^[২]

[১] সূরা শামস : ৯-১০

[২] সূরান ইবনু মাজাহ : ৪১৪৩, হাদীসের মান : সহীহ।

এই সমস্ত কারণে মানুষের আত্মশুদ্ধি নিয়ে উলামাগণ সেই প্রাচীন যুগ থেকেই কাজ করে আসছেন। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে এই বিষয়ে এতো বেশি কাজ হয়েছে যা অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির জন্য ঈর্ষার কারণ হবার যোগ্য। যুগের পরিক্রমায় কেউ একে বলেছেন ‘যুহুদ’, কেউ বলেছেন ‘তাসাউওফ’, আবার অন্য কেউ বলেছেন ‘ইসলাখুন নাফস’। যে যেই নামেই একে অভিহিত করুন না কেন, সবারই মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গন্তব্যস্থান ছিলো একই। তা হলো আত্মশুদ্ধি বা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থার উৎকর্ষ সাধন।

আত্মশুদ্ধি নিয়ে সালাফে সালাহীন বা আমাদের পূণ্যবান পূর্বসূরিগণ প্রচুর বইপত্র রচনা করেছেন। অনাগত প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন দিকনির্দেশনা। নিজেদের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাগজের পাতায় বন্দি করেছেন। যাতে করে চারিত্রিক পরিশুদ্ধির জন্য পথনির্দেশ পেতে তাদের বেগ পেতে না হয়। এই ধরনেরই একটি আত্মশুদ্ধিমূলক ছোট পুস্তক হচ্ছে ‘উয়ুবুন নাফসি ওয়া মুদাওয়াতুহা’। যার শাব্দিক তরজমা করলে অর্থ দাঁড়ায়—অন্তরের রোগ-বালা ও তার নিরাময়।

এই পুস্তিকাটির রচয়িতা হলেন পঞ্চম শতাব্দির বিখ্যাত আলেম আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী রাহিমাতুল্লাহা। যিনি ছিলেন মানুষের অন্তরের রোগ-বালাই ও আত্মিক সমস্যা এবং তার প্রতিকার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি স্বীয় জীবনের সঞ্চিত বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এটি লিপিবদ্ধ করেন। ফলে এই পুস্তকটিকে মনে করা হয় এই বিষয়ে ‘অল্প কথায় অধিক ফলপ্রসূ’ একটি রচনা।

লেখক এই বইটিতে প্রায় সত্তরটির মতো আত্মিক ব্যাধি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেগুলোকে তিনি প্রথমে চিহ্নিত করেছেন। তারপর তার প্রতিকার ও নিরাময়-পদ্ধতির কথা বাতলে দিয়েছেন। সবশেষে নিজের বাতলে দেওয়া তরীকাকে কুরআনের আয়াত ও প্রিয় নবি—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর হাদীস দ্বারা সুদৃঢ় করেছেন। অবশ্য সামান্য কিছু জায়গা আছে, যা এর ব্যতিক্রম।

সালাফে সালাহীনের একটি উত্তম স্বভাব হলো তারা অল্প বাক্যব্যয়ে প্রয়োজনীয় কথা সারতে মনোযোগী ছিলেন। কথার রশিকে অহেতুক টেনে লম্বা করা থেকে বেঁচে থাকতেন। উক্ত গ্রন্থের লেখকও ঠিক সেই কাজটিই করেছেন। তিনি অতিরিক্ত আলাপে না গিয়ে স্বল্প কথায় মূল সমস্যাটা চিহ্নিত করে তার প্রতিকার তুলে ধরেছেন। প্রতিকার বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের সরাসরি বক্তব্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমি যে নীতিমালা অনুসরণ করেছি সে বিষয়গুলো পাঠকের সমীপে উপস্থাপন করে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। নিম্নে একে একে তা উপস্থাপিত হলো।

□ অনুবাদ করার জন্য আমি দুইটি নুসখাকে সামনে রেখেছি। প্রথমটি দারুশ শুরুক থেকে প্রকাশিত। যা তাহকীক করেছেন যৌথভাবে উস্কর মুহাম্মাদ আবদুল মুনইম খফাজি ও উস্কর আবদুল আযীয শরফ। দ্বিতীয়টি মাকতাবাতুস সাহাবাহ থেকে প্রকাশিত। যা তাহকীক করেছেন মাজদি সাইয়্যিদ। অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত নুসখাটিকেই আমি মূল হিসেবে গ্রহণ করেছি এবং দুই নুসখাতে কোথাও তারতম্য দেখা দিলে—মূল হিসেবে গ্রহণ করা নুসখাটিকেই প্রাধান্য দিয়েছি। তবে প্রয়োজনবোধে দুই এক জায়গায় এর ব্যতিক্রমও করেছি।

□ মূল লেখক ‘ওয়ামিন উয়ুবিহা’ বলে ধাপেধাপে একটা একটা করে মনের রোগের কথা বলে গিয়েছেন। তিনি প্রত্যেকটি নতুন রোগের শুরুতে কোনো শিরোনাম ব্যবহার করেননি। কিন্তু আমি পাঠকদের বোঝার সহজার্থে ও আলোচ্য বিষয়ের উপস্থাপনাকে আরও সাবলীল করতে আলোচিত বিষয়বস্তুর আলোকে প্রত্যেকটি নতুন আলোচনার শুরুতে একটি উপযোগী শিরোনাম যুক্ত করে দিয়েছি।

□ টীকাতে প্রত্যেকটি আয়াতের সূরার নাম ও আয়াত নং এবং হাদীসের উৎসমূল বলে দিয়েছি। প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার দিক দিয়ে সনদগত মান উল্লেখ করে দিয়েছি। তবে যদি কোনো হাদীস সহীহাইন তথা বুখারি-মুসলিমে থেকে থাকে, তবে মান উল্লেখ থেকে বিরত থেকেছি। কারণ এই দুই কিতাবের হাদীস উল্লেখ করার পর তার মান বলে দেওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসদের নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। বরং এই দুই গ্রন্থে কোনো হাদীসের উপস্থিতিই তা সহীহ হবার জন্য যথেষ্ট।

□ আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে প্রথমে মূল আরবিপাঠ উল্লেখ করেছি। তারপর তার সাবলীল অনুবাদ পেশ করেছি। আরবিপাঠ উল্লেখের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু জায়গায় লেখকের উল্লেখিত শব্দের সাথে হাদীসের শব্দের শাব্দিক তারতম্য ছিলো। লেখক হয়তো অর্থগত বর্ণনা করে ফেলেছেন। সেখানে আমি সংশোধন করে হাদীসের কিতাবে উল্লেখিত শব্দকেই স্থাপন করেছি। তবে এর মাধ্যমে মূল অর্থ ঠিকই রয়েছে। শুধু আরবিপাঠে সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে।

□ দুই একটা মওযু হাদীসের উল্লেখ ছিলো মূল বইতে। আমি সেগুলোকে মূল

অনুবাদে না রেখে ঢীকাতে উপস্থাপন করেছি এবং তা মণ্ডু হবার বিষয়টি বলে দিয়েছি। সাধারণত যেটা করা হয় তা হলো, মণ্ডু হাদীস কোনো বইতে থাকলে স্থানে তাকে বহাল রেখে ঢীকাতে তা মণ্ডু হবার কথা বলে দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে আমার ভিন্ন পথ অবলম্বন করার পেছনে কারণ হলো, অনেক সময় পাঠক মূল বই পড়েই চলে যান। ঢীকাতে নজর বুলান না। ফলে দেখা যাবে জাল হাদীসটাকে রাসূল— সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী ভেবে বসে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এই পদ্ধতিটাই বেশি নিরাপদ বলে মনে হয়েছে।

আমি এই বই অনুবাদ করেছি প্রথমত আমার নিজের জন্য। আন্তরিকভাবেই আমি বিশ্বাস করি, সর্বপ্রথম আমি নিজেই আত্মশুদ্ধির মুখাপেক্ষী। নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধতার অভাব ক্ষণে ক্ষণে টের পাই। আশা করি বইটি আমাকে পথ দেখাবে। তারপর যদি এই অনুবাদ অন্য কারও উপকারে আসে তবে সেটি হবে আমার উপরি পাওনা। অন্যদের যদি ফায়দা লাভ হয়, তবে আশা করি এর বদৌলতে হলেও আল্লাহ তাআলা আমার বাহ্যিক অবয়বের মতো অভ্যন্তরীণ অবয়বকেও পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করে সুন্দর করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা আমার এই নেক ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করুন। আমীন।

বইটির অনুবাদ সাবলীল রাখতে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। যতোটুকু পারা যায় লেখকের মূল ভাব-অনুভবকে ধরে রাখার জোর প্রয়াস চালিয়েছি। কতোটুকু সক্ষম হতে পেরেছি তা বিচারের ভার পাঠকের হাতে রইলো। বইটিকে ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টায় কোনো কমতি ছিলো না। তারপরও যদি কোনো অসঙ্গতি বা ভুল পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় তবে আমাকে জানানোর অনুরোধ রইলো। ইন শা আল্লাহ সংশোধনযোগ্য হলে অবশ্যই তা সাদরে গৃহীত হবে।

বইটি প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছে ইসলামি প্রকাশনা জগতের স্বনামধন্য প্রকাশনী মাকতাবাতুল বায়ান। তাদের কাছে আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ। সালাফদের রেখে যাওয়া বইপত্রকে বাংলাভাষী মানুষের সামনে তুলে ধরা তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাদের এই প্রচেষ্টাকে আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন এবং পরকালে একে নাজাতের উসিলা বানান। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

১২.০৮. ২০১৮

লেখকের জীবনী

পঞ্চম হিজরি শতকে মুসলিম বিশ্বের আকাশে যেসকল জ্বলজ্বলে তারকার উদয় ঘটেছিলো তাদের একজন ছিলেন আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী—রাহিমাছল্লাহ তাআলা। ৩২৫ হিজরির জুমাদাল উখরার ১০ তারীখে তিনি নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং আপন নানা ইসমাঈল বিন নাজীদ আস-সুলামীর তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেন। ফলে দাদার দিকে সম্বন্ধিত করে তাকেও আস-সুলামী অভিধায় ডাকা হয়।

আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী পরিপূর্ণ দ্বীনী পরিবেশে বেড়ে উঠেন। তাঁর নানার পরিবার ছিলো একটি খাঁটি দ্বীনদার পরিবার। ফলে বাল্যকাল থেকেই তিনি ইসলামের সুমহান শিক্ষার উপর বড় হতে থাকেন। তাঁর বয়স কিছুটা বাড়ার পর তিনি তৎকালীন খ্যাতিমান আলেমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত মুহাদ্দিস দারাকুতনি—রাহিমাছল্লাহ—অন্যতম। এছাড়া আবু নসর সিরাজ, আবু আমর নাজীদ, আবুল কাসিম নাসিরাবাদি, আবুল আব্বাস আল-আসাম্ম প্রমুখের কাছ থেকেও তিনি ইলমে দ্বীন অর্জন করেন।

তাঁর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন হাকেম আবু আবদুল্লাহ, বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আররিসালাতুল কুশাইরিয়াহ’ এর রচয়িতা আবুল কাসেম কুশাইরি, আবু বকর বাইহাকি ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহয়া মুযাক্কি প্রমুখ।

তিনি ছিলেন আত্মশুদ্ধি ও ইসলামের ন্যায় নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন। তাঁর অধিকাংশ রচনাই এই বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত। তাঁর মোট রচনাবলী প্রায় এক শরও অধিক। এই মহান মনীষী ৪১২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

কুরআনের আলোকে মনের মন্দপ্রবণতা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

“নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দকাজে প্ররোচনা দিয়ে থাকে।”^[৩]

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

“তিনি মনকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বারণ করেছেন।”^[৪]

অন্য আরেক জায়গায় বলেছেন,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

“আপনি কি তাকে দেখেননি, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে?”^[৫]

পবিত্র কুরআনুল কারীমের এই জাতীয় আয়াতগুলো মনের মন্দপ্রবণতা এবং ভালো

[৩] সূরা ইউসুফ : ৫৩

[৪] সূরা নাযিআত : ৪০

[৫] সূরা জাসিয়াহ : ৪৫

কাজে এর নিরুৎসাহের কথাই প্রমাণিত করে।^[৬]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

“তোমরা আল্লাহর পথে যথাযথ প্রচেষ্টা চালাও।”^[৭]

এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালানো এবং তাকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বারণ করা।

মনের অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা

মনের একটি রোগ হলো, সে নিজেকে মুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত মনে করে। সে ভাবে, বিভিন্ন যিকুর-আয়কার ও ইবাদাত-বন্দেগী দিয়ে মুক্তির দরজায় কড়া নাড়বে আর দরজা তার জন্য সুন্দরভাবে খুলে যাবে। অথচ বাস্তবে দেখা যায় অবাধ্যতা আর পাপাচারের মাধ্যমে সে নিজেই মুক্তির দরজাকে বন্ধ করে ফেলার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে রাখে।

হুসাইন বিন ইয়াহয়া আমাকে জাফর বিন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মাসরুক—রাহিমাহুল্লাহ—কে বলতে শুনেছি, রাবিয়া আদাওয়ীয়াহ—রাহিমাহুল্লাহ—একবার সালিহ মিররির মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সে সময় সালিহ বলছিলেন, ‘যে ব্যক্তি দরজার কড়া অনবরত নাড়াতেই থাকবে, আশা করা যায় তার জন্য দরজা খোলা হবে।’ এই কথা শুনে রাবিয়া বলেন, ‘দরজা খোলাই থাকে। কিন্তু বান্দা নিজেই তো সেই দরজা থেকে পলায়ন করে।’^[৮]

[৬] এরপর লেখক নিজ সনদে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাকে মুহাদ্দিসগণ মওযু বলে চিহ্নিত করেছেন। তাই হাদীসটি আর মূল অনুবাদে রাখা হলো না। এর আরবিপাঠ নিম্নরূপ :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البلاء والهواء والشهوة
معجونة بطينة آدم

বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইবনুল জাওযি—রাহিমাহুল্লাহ—রচিত ‘আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ’ ; বর্ণনা নং : ১২৯৩

[৭] সূরা হাজ্জ : ৭৮

[৮] অর্থাৎ আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার দরজা বান্দাদের জন্য সবসময়ই খোলা থাকে। কিন্তু দেখা যায় বান্দা নিজেই তা থেকে দূরে সরে থাকে। আল্লাহর দরবারে নিজের কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে না। বরং উল্টো আরও নতুন নতুন পাপাচারে লিপ্ত হয়।

ভুল পথে পা বাড়িয়ে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার আশা করা যায় না। সুতরাং একজন বান্দা নিজের জন্য কুপ্রবৃত্তির দরজা উন্মুক্ত করে কীভাবে মুক্তির আশা করতে পারে? যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বারণ করতে পারে না তার মুক্তি তো সুদূরপর্যায়ত।

ইবনু আবিদ দুনয়া—রাহিমাছল্লাহ—বলেন, কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, ‘তোমার ভেতর পঙ্কিলতা থাকলে তুমি মুক্তি পাবে বলে আশা করো না।’

এই সমস্যার সমাধান বিষয়ে বিশিষ্ট আবেদ সিররি সাকতি—রাহিমাছল্লাহ—বলেছেন, এর থেকে প্রতিকারের উপায় হলো, হিদায়াতের পথে চলা, হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা এবং পরিপূর্ণ আল্লাহভীতি অর্জন করা।

কান্নাকাটি করে বেদনামুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা

মানবীয় সত্তার আরেকটি দ্রুটি হলো, সে কান্নাকাটি করে বেদনামুক্ত হয় এবং প্রশান্তি লাভ করে। এ দ্রুটি সারানোর উপায় হলো, কান্নার সাথে সাথে কষ্টকেও জারি রাখা, যাতে দুঃখ-বেদনা পুরোপুরি ভুলে গিয়ে প্রশান্তিতে নিমজ্জিত না হয়। সে দুঃখের মধ্যে পড়ে গেলে কাঁদবে, কিন্তু, দুঃখ কেন তাকে স্পর্শ করল—এ চিন্তায় সে কাঁদবে না। কারণ, দুঃখ কেন তাকে স্পর্শ করল—এ চিন্তায় যে কাঁদে, সে কান্নাকাটি করার মাধ্যমে প্রশান্ত হয়ে যায়; আর যে দুঃখের মধ্যে পড়ে গেলে কাঁদে, তার কান্না দুঃখ ও দুশ্চিন্তাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

সৃষ্টিজীবের কাছে ধর্ণা দেওয়া

মানুষ অনেক সময় এমন ব্যক্তির কাছে ধর্ণা দেয়, যে বিপদ-মুসিবত দূরকরণের ক্ষমতা রাখে না এবং এমন ব্যক্তির কাছে প্রত্যাশা করে, যে উপকারসাধনে সক্ষম নয়। রিযিক নিয়ে সে খুব বেশি দুশ্চিন্তায় ভোগে। অথচ তার জন্য রিযিকের দায়িত্ব (স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই) গ্রহণ করেছেন।

এই ব্যাধির প্রতিকার সাধনে সর্বপ্রথম নিজের ঈমানকে বিশুদ্ধ করে নিতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন,

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ

بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

“যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো বিপদে আক্রান্ত করেন তবে তিনি ছাড়া তা দূরীভূত করার আর কেউ নাই। আর যদি তিনি তোমার কোনো কল্যাণ চান তবে তাহলে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করবে এমন কেউ নাই। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন।”^[৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

“ভূপৃষ্ঠে যতো প্রাণী রয়েছে সকলের রিষিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল।”^[১০]

আহনাফ বিন কায়েস—রাহিমাুল্লাহ—কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘কীভাবে আপনি নিজ কওমের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন অথচ আপনি বয়সে তাদের চেয়ে বড় নন?’ তিনি উত্তরে জানালেন, ‘আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয় তাতে আমি কখনো অবহেলা করি না। আর সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্ব আমি নিই না।’^[১১]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

“তুমি তাঁর ইবাদাত করো এবং তাঁর উপর ভরসা করো।”^[১২]

মানুষ যখন সৃষ্টিজীবের দুর্বলতা ও অক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করবে তখন সে এই বিষয়টি বুঝতে পারবে—যে ব্যক্তি নিজেই হাজারও প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী সে অন্যের প্রয়োজন দূর করবে কীভাবে? যে নিজেই অক্ষম সে তো অন্যের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করতে সক্ষম নয়। ফলে একসময় এমন ভুলের সীমানা থেকে বেরিয়ে সে পুরোপুরি আল্লাহমুখী হয়ে পড়বে।

[৯] সূরা ইউনুস : ১০৭

[১০] সূরা হুদ : ৬

[১১] মাকতাবাতুস সাহাবাহ থেকে প্রকাশিত মাজদি সাইয়ীদের তাহকিককৃত নুসখাতে এই ঘটনাটি নেই। কিন্তু দারুস শুরুক থেকে প্রকাশিত উক্তির আবদুল মুনঈম খফাজি ও উক্তির আবদুল আযীয শারফ-এর তাহকিককৃত নুসখাতে আছে।

[১২] সূরা হুদ : ১২৩

আমলের তাওফীক থেকে বঞ্চিত হওয়া

অনেক মানুষের ক্ষেত্রে এমন হয়—যে আমলগুলো সে আগে করতো এখন তা করা বাদ দিয়েছে। এটি একটি নিন্দনীয় বিষয়। তবে তারচেয়ে আরও বেশি নিন্দনীয় বিষয় হলো এই অধঃপতন ও অবনতি নিয়ে চিন্তিত না হওয়া। তারচেয়ে আরও বেশি নিন্দনীয় হলো এই বিষয়গুলোকে অবনতি বা অধঃপতন বলে মনে না করা। তারচেয়ে আরও বেশি নিন্দনীয় হলো এমন অধঃপতন ও অবনতিতে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও মনে করা যে তার সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। আল্লাহ তাআলা তাকে যখন সেই আমলগুলো করার তাওফীক দান করেছিলেন তখন বেশি বেশি তাঁর শুকরিয়া আদায় না করার কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। যখন আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা হয় না তখন বান্দাকে আমলের জায়গা থেকে সরিয়ে অবনতি আর অক্ষমতা ও নিষ্ক্রিয়তার স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। তার দোষ-ত্রুটির সামনে আড়াল তৈরি করে দেওয়া হয়। ফলে মন্দ বিষয়গুলোই তার কাছে চমৎকার বলে প্রতিভাত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَقْمَنَ زَيْنٌ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا

“কাউকে যদি তার অসৎ কাজ সুশোভিত করে দেখানো হয় অতপর সে ওটাকে ভালো মনে করে, (সে কি ওই ব্যক্তির মতো, যে ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ মনে করে?)”^[১০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

“এবং তারা ধারণা করে যে তারা ভালো কাজ করছে। (অথচ তাদের ধারণা সঠিক নয়।)”^[১১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ

[১০] সূরা ফাতির : ৮

[১১] সূরা কাহাফ : ১০৪

“এভাবেই প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের কর্মকে আমি সজ্জিত করেছি।”^[১৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

“প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।”^[১৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

سَسْتَدْرِكُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

“আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করবো যে তারা জানতে পারবে না।”^[১৭]

এর থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো, সদাসর্বদা আল্লাহ তাআলার আশ্রয় গ্রহণ করা। সবসময় তাঁর যিকর করা, কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা, এর অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা, মুসলিমদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করা, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে দুআ চাওয়া। যাতে তারা তার জন্য পূর্বের অবস্থা ফিরে পাওয়ার প্রার্থনা করে। আশা করা যায় (এসবের মাধ্যমে) আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে নেক আমল ও ইবাদাত-বন্দেগি করার দরজা তার জন্য অবমুক্ত দিবেন।

ইবাদাত-বন্দেগীতে অতৃপ্তি

মানুষ ইবাদাত-বন্দেগি করে কিন্তু তাতে কোনো তৃপ্তি পায় না। এর কারণ হলো ইবাদাতের সাথে লৌকিকতার সংমিশ্রণ ঘটা এবং ইখলাসের কমতি থাকা। অথবা ইবাদাতের মধ্যে কোনো সুন্নাহকে পরিহার করা।

এর প্রতিকার হলো, নিজের মধ্যে ইখলাস সৃষ্টি করা। কাজেকর্মে সর্বদা সুন্নাহের অনুকরণ করা। প্রত্যেকটা কাজের শুরুটা সুন্দর ও সুচারুরূপে শুরু করা। যাতে করে শেষটাও সুন্দর হয়।

[১৫] সূরা আনআম : ১০৮

[১৬] সূরা রুম : ৩২

[১৭] সূরা ক্বলম : ৪৪; মাকতাবাতুস সাহাবা থেকে প্রকাশিত নুসখায় শুধু প্রথম আয়াতটি আছে। বাকিগুলো নেই। সেগুলো আছে দারুস শুরুক থেকে প্রকাশিত নুসখায়।

মাকতাবাতুল বায়ান

এর প্রকাশনাসমূহ

- ❖ রাসূলের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ-১)
ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
- ❖ সাহাবিদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ-২)
ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
- ❖ সীরাতুন নবি ﷺ-১ শাইখ ইবরাহীম আলি
- ❖ সীরাতুন নবি ﷺ-২ শাইখ ইবরাহীম আলি
- ❖ আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন (দুআর বই)
ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ
- ❖ মৃত্যু থেকে কিয়ামাত ইমাম বাইহাকি ﷺ
- ❖ রাজদরবারে আলিমদের গমন : একটি সতর্কবার্তা
ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি ﷺ
- ❖ আত্মশুদ্ধি আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী ﷺ
- ❖ দাসত্বের মহিমা ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ
- ❖ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ইমাম ইবনু আবিদ দুন্ইয়া ﷺ

মাকতাবাতুল বায়ান

এর প্রকাশিতব্য বইসমূহ

- ❖ তাবেয়িদের চোখে দুনিয়া (কিতাবুয যুহদ-৩)
ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ
- ❖ সীরাতুন নবি-৩
শাইখ ইবরাহীম আলি
- ❖ সীরাতুন নবি-৪
শাইখ ইবরাহীম আলি
- ❖ কিতাবুয যুহদ
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ
- ❖ মাদারিজুস সালিকীন
ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ্ ﷺ
- ❖ জীবিকা অশ্বেষা
ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ
- ❖ ইসলাম ও কলম
খতীব বাগদাদি ﷺ
- ❖ মানব সভ্যতায় মুসলিমদের অবদান
ড. রাগিব সিরজানি
- ❖ আল-ওয়াবিলুস সায্যিব মিনাল কালিমিত তায্যিব
ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ্ ﷺ